বেনজাইতেন ও সরস্বতী : ইন্দো-জাপান সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণ

লোপামুদ্রা মালেক*

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষে প্রাচীন বৈদিক যুগে সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটলেও খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জাপানের এনোশিমা দ্বীপখণ্ডে তাঁর আগমন ঘটে বজ্ররূপে, *বেনজাইতেন* নাম ধারণ করে। ভারতবর্ষে সরস্বতী বিভিন্ন রূপে ও নামে আবির্ভূত হয়েছেন। কখনো নদী কখনো দেবীরূপে। তিনি আরাধ্য ছিলেন তাঁর বহুমুখি প্রতিভার গুণে। কখনো তিনি দনুজদলিনী, কখনো বিদ্যা, কখনো কৃষির উৎপাদনশীলতা, কখনো বা চিকিৎসাশাস্ত্রের দেবীরূপেও কল্পিত হয়েছেন। বহু দিক থেকেই সমরূপতা লক্ষ করা যায় জাপানি *বেনজাইতেন* এবং সরস্বতীর মধ্যে। এই সমরূপতা ইঙ্গিত বহন করে ইন্দো-জাপানি সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার ও নৈকট্যের। বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভারতীয় সরস্বতীর সংজ্ঞায়ন, উৎপত্তি এবং বিভিন্ন রূপে আবির্ভাবের সাথে, জাপানে সরস্বতীর *বেনজাইতেন* রূপে গমন ও তার বিবিধ রূপ ও বৈশিষ্ট্য বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে উক্ত দেবীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের নিরিখে প্রবন্ধের মৌল দিকটি উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাপানি সংস্কৃতির স্বকীয়তায় পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় সরস্বতীর আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহের একটি নিদর্শন।

প্রাক-কথন

দেশজ সংস্কৃতিচর্চার ধারা আলোচনায় ধর্ম একটি মূল্যবান অনুষঙ্গ রূপে প্রতিভাত হয়। সকল ক্ষেত্রে ধর্ম যে তার যাবতীয় রক্ষণশীলতা নিয়ে আবির্ভূত হয়, একথা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। প্রায় সব ধর্মই পরিবর্তনশীলতার বিষয়ে অবগত। তবে সকল ধর্মের প্রচার এবং বিস্তারের বিষয়ে ধর্মগুরু এবং ধর্মানুরাগীগণ সবাই একমত। এক্ষেত্রে সংখ্যা একটি মূল্যবান অংশ হিসেবে বিবেচিত। তাই প্রচার এবং বিস্তার এই দুই ক্ষেত্রে আগ্রহের বিষয়টি যৌক্তিক। বৌদ্ধ ধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়। হয়তো তাদের পন্থায় প্রভেদ বিদ্যমান, তবে উদ্দেশ্য অভিন্ন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং সম্পূর্ণ সপ্তম শতাব্দী জুড়ে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মের সাথে বেশ কিছু হিন্দু দেব-দেবীরও প্রবেশ ঘটে, যাদের

* সহকারী অধ্যাপক, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যে গণেশ, কালি, সরস্বতী এবং ব্রহ্মা উল্লেখযোগ্য (Thornhill, 2002)। একথা অনস্বীকার্য যে এ সকল দেবদেবীর জাপানে প্রবেশ চীন ভ্রমণের পর সংঘটিত হয়। সেক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের সরস্বতীর যে রূপ, তার সম্পূর্ণ অক্ষত আকার জাপানে প্রবেশ করেনি, জাপানে যে সরস্বতীর আবির্ভাব পরিলক্ষিত, হয় তা মূলত ভারতীয় সরস্বতীর চৈনিক প্রভাব পরিগ্রহ করা রূপ। ফলত ভারতীয় সরস্বতীর আংশিক পরিবর্তিত রূপের প্রসার ঘটে জাপানে (Ludvik, 2001: 1)।

বিভিন্ন গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্রে সরস্বতীর জাপানে প্রবেশ সম্পর্কিত বেশ কিছু কিংবদন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলো বর্তমান প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে ভারতীয় সরস্বতীর উৎপত্তি এবং সেই সরস্বতীর জাপানে প্রবেশ, প্রসার এবং সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যসমূহ মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমান জাপানি যুবসমাজে সরস্বতী দেবীর প্রতিকৃতি উল্কি হিসেবে শরীরে অঙ্কন করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, যা পরিববর্তনশীলতার সমার্থক ইঙ্গিত। প্রাচীন জাপানে যে দেবীর ধর্মরূপে চর্চা ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়, বর্তমান যুগে সেই দেবীর প্রতিকিৃতি দেখা যায় মানুষের দেহে উল্কি রূপে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে সেই পরিবর্তন এবং সংশ্লেষণের বিষয়টি এবং তার সাথে সার্বিক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের লক্ষণসমূহ আলোচনার অংশ হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

জাপানের মূল ধর্ম (*শিন্তো*) এবং পরবর্তীকালে গৃহীত সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই জাতি হিসেবে তাদের অগাধ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় ধর্ম চর্চায় এবং যাপনে। শিন্তোধর্মচর্চা, বৌদ্ধধর্মচর্চা, কনফুসিয়বাদ, তাওবাদ ইত্যাদি তাদের জাতি এবং সত্ত্বার সাথে এমনভাবে সন্নিবেশিত যে একটি একক ধর্মের অধীনে তাকে পৃথক করা অসম্ভব। জাপান সে প্রচেষ্টাতেও অনাগ্রহী। তাদের আগ্রহ জ্ঞানচর্চায়, ধর্মচর্চায় নয়। ধর্ম তাদের জীবনের অংশরূপে বহমান পরোক্ষে, যা তাদেরকে ধর্মান্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখে। যে আড়ম্বরপূর্ণ সরস্বতী পূজার প্রচলন বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয়, তার লেশমাত্রও জাপানের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তবে দুই দেশের দুই সরস্বতীর সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিষয়টি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ এবং মনোগ্রাহী।

ভবিষ্যতের জাপানচর্চায় প্রবন্ধটি কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায়। জাপানচর্চায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য বর্তমান প্রবন্ধটি জাপান ও বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং নৈকট্যের উদাহরণ হিসেবে গৃহীত কিছু তথ্যের সন্ধান দিতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। সর্বোপরি বাংলা ভাষায় জাপানচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটি গুরুত্ব বহন করার অবকাশ রাখে। তবে এক্ষেত্রে প্রাচীন দেব-দেবী বিষয়ে চর্চা

এবং গবেষণার ক্ষেত্রে কিংবদন্তীর প্রাদুর্ভাব, তথ্যের সঠিকতা নির্ণয়ে উপযুক্ত প্রামাণিক দলিলপত্রের স্বল্পতা, কতিপয় ক্ষেত্রে তথ্যের বিভ্রান্তি এবং অসঙ্গতি একটি প্রধান অন্তরায়।

গবেষণা পদ্ধতি

সরস্বতী ও *বেনজাইতেন* সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রটি মূলত বিশ্লেষণধর্মী। এক্ষেত্রে সংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপ বা সাক্ষাৎকারের কোনো অবকাশ নেই। বিষয়টি সার্বিকভাবে গ্রন্থ এবং তথ্য আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃত একটি বিশ্লেষণাত্মক কর্ম-প্রয়াস। বর্তমান প্রবন্ধটিতে বিবরণমূলক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে এক্ষেত্রে গ্রন্থ ও সহায়ক তথ্য-উপাত্ত মূল্যায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পূর্ববর্তী গবেষণা থেকে তথ্য নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বহু সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বিশেষত বৌদ্ধধর্মের হাত ধরে ভারত হতে জাপানে যে সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে, সেই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের একটি অন্যতম প্রধান অংশ ছিল ধর্ম। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য জাপান এবং বাংলার সাংস্কৃতিক নৈকট্য অনুসন্ধান। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা, প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় স্ব স্ব অঞ্চলের স্বকীয় ঐতিহ্যের ধারায়। এই ধারাবাহিকতার বর্হিপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় জাপানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চর্চায়। এই বিষয়টিকে মুখ্য উদ্দেশ্য ধরে বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্কৃতির চর্চায় ধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে জাপান ও ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ ভারতীয় সরস্বতী ও জাপানি *বেনজাইতেনে*'র সমরূপ নৈকট্য ও কতিপয় বৈসাদৃশ্য অন্বেষণকে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রন্থ আলোচনা

একটি কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান প্রবন্ধটি ভারতবর্ষ ও জাপানের সাংস্কৃতিক সাযুজ্য অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ধর্মীয় একজন দেবীর মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন উন্মোচনের প্রচেষ্টা হলেও এটি কোনোভাবেই ধর্মীয় তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপস্থাপন নয়, যদিও তথ্যের উৎস ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় এখানে ধর্মীয় তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পরবর্তীকালের রচিত গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদিক

সরস্বতী এবং জাপানি সরস্বতীর বিষয়ে মৌলিক তথ্যের উৎস হিসেবে প্রাচীন বৈদিক ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও জাপানি বৌদ্ধ ও শিন্তোধর্ম বিষয়ক গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যযুর্বেদ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও সংহিতা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দেবী ও নদী রূপে সরস্বতীর আবির্ভাব, অবস্থান ও প্রতীমারূপে সরস্বতীর গঠনকাঠামোর তথ্য পাওয়া যায় ১৮৮৫ সালে কিশোরীলাল রায়-রচিত *দেবতত্ত্ব*, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি-রচিত *হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা*, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে সতীশচন্দ্র শীল-রচিত *দেবদেবীতত্ত্ব* শীর্ষক গ্রন্থসমূহে।

অন্যদিকে সরস্বতী দেবী বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় সাম্প্রতিককালে রচিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে সরোজ কুমার চৌধুরীর *হিন্দু গডস এন্ড গডেসেস্ ইন জাপান* শীর্ষক গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। উল্লেখ্য যে কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যাথারিন লুডভিক *ফ্রম সারাসওয়াতি টু বেনজাইতেন* শীর্ষক গবেষণাকর্মের জন্য পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। উক্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বর্তমান প্রবন্ধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হিসেবে গৃহীত। মারুইউমি ইতো রচিত *দি জাপানিজ কালচার অফ মোরনিং হোয়েলস্* গ্রন্থটিতে শিন্তো ও বৌদ্ধধর্মের দেবদেবী বিষয়ক বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যা গুরুত্বপূর্ণ। উপর্যুক্ত বইগুলো ব্যতীত হাইয়াই কাওয়াই-রচিত *ড্রিমস্ মিথস্ এন্ড ফেয়ারি টেলস্ ইন জাপান* বইটিতে বেশ কিছু শ্রুতির উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, যা পরবর্তী গবেষণার জন্য অপরিহার্য। প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি বইয়ের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। স্কট লুইস্-রচিত *জাপানিজ মাইথোলজি : ক্লাসিক স্টোরিস্ অফ জাপানিজ মিথস্, গডস্, গডেসেস্, হিরোস্ এন্ড মনস্টারস্* শীর্ষক গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত। হ্যাজেল রিচার্ডসনের *লাইফ ইন অ্যানসিয়েন্ট জাপান* গ্রন্থটিতে জাপানের বিভিন্ন দেবদেবী, বিশেষত সরস্বতী বা *বেনজাইতেন* সম্পর্কে এবং এসকল বিষয় দেশটির ইতিহাসের সঙ্গে কিভাবে সম্পৃক্ত, সে দিকে আলোকপাত করার প্রয়াস লক্ষিত হয়।

এক্ষেত্রে এডগারটন স্কাইস্ এবং এলান কেনডাল-রচিত *হু ইজ হু ইন নন-ক্লাসিকাল মাইথোলজি* গ্রন্থটিতে জাপানের সরস্বতী বা *বেনজাইতেন* বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ আলোচনায় নাম্ভকো কিরিনো-রচিত *দি গডেস্ ক্রোনিকাল* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ভাষায় সুরেশ চন্দ্র-লিখিত গ্রন্থ *এনসাইক্লোপিডিয়া অব হিন্দু গডস্ এন্ড গডেসেস্* বইটতে বাংলার সরস্বতী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে। এছাড়া স্বামী হর্ষানন্দ-রচিত *হিন্দু গড এন্ড গডেসেস্* গ্রন্থটি প্রণিধানযোগ্য। বাংলা ভাষায় সরস্বতী বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। সেই গ্রন্থগুলিকে তথ্য-উপাত্ত হিসেবে বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। সরস্বতী নিয়ে বেশকিছু বই থাকলেও বাংলা ভাষায় জাপানের *বেনজাইতেন* নিয়ে

তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে কারণেই এ প্রবন্ধের সূচনা। ভারতীয় সরস্বতী বিষয়ক তথ্য অনুসন্ধানে *ভেদিক মাইথোলোজি* গ্রন্থটি প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া সারাসিংহে এম.এম. জে-রচিত গ্রন্থ *গডস্ ইন আরলি বুদ্ধিজম* একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

ভারতীয় সরস্বতীর সংজ্ঞায়ন

জ্ঞান-বুদ্ধি, সৃজনশীলতা ও চারুকলা তথা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় সংস্কৃতির দেবী হিসেবে সরস্বতী পরিচিত। অন্যদিকে তিনি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকব্যাপী সর্বত্র বিরাজমান জ্ঞানময়ী রূপে। বিশ্ব চরাচর আলোকিত তাঁর শুক্লজ্যোতিতে। এ কারণে সরস্বতী শব্দের বিশেষ অর্থ– জ্যোতির্ময়ী। 'সরস' হতে সরস্বতী শব্দের উৎপত্তি। 'সরস' শব্দের আদি অর্থ 'জ্যোতিঃ', সে কারণেই সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী। তিনি সত্য ও প্রিয় বাণীর প্রেরণাদাত্রী এবং সৎবুদ্ধির চেতনাদাত্রী (গিরি, ১৯৫৩: ৩০৬-৩০৭)। দেবী হিসেবে সরস্বতী সত্ত্বগুণের প্রতীক হওয়ায় তিনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, বীণা ও গ্রন্থের ধারক মহাশ্বেতা। বৈদিক জনগোষ্ঠী ভরতদের আরাধ্য দেবী হওয়ায় তিনি ভারতী নামেও অভিহিত। অন্যদিকে বেদ, বিশেষ করে সামবেদ, মূলত সঙ্গীতরসে সিক্ত সূক্তাবলি আবার গন্ধর্ব কিন্নরদের সঙ্গে দেবীর সংশ্লিষ্টতা ছিল বলেই সরস্বতীর অপর নাম বীণাপাণি। কালক্রমে সরস্বতী হয়ে ওঠেন ভাষার দেবী। বৈদিক সরস্বতী আর পৌরাণিক বাগদেবী বরদা বাগেশ্বরী অভিন্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। সে কারণে আজও তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাণীসরস্বতী রূপেই আরাধিত। দেবী সরস্বতী বহুনামে অভিহিত। যেমন শ্রী, ভারতী, বাগ্‌দেবী ব্রাহ্মী, ভাষা, গির, বাচ্, বাণী, ইড়া, সারদা, গিরা, গিরাংদেবী, গীর্দেবী, ঈশ্বরা, বাচা, বচসামীশ, বর্ণমাতৃকা, গো, বাক্যেশ্বরী, সায়ংসন্ধ্যা দেবতা, সন্ধ্যেশ্বরী (কবিকল্পলতা) (শীল, ১৩৫৪: ১৪)।

সরস্বতীর উৎপত্তি তত্ত্ব

বৈদিক দেবীরূপে সরস্বতী সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তথাপি সাধারণভাবে ভৌগোলিক পরিসরে সরস্বতী দেবীকে জ্ঞানার্জন, শিল্পকলা ও সঙ্গীতের আরাধ্য দেবী হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Sen, 2019: 82)। সরস্বতী সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় *বাজসনেয় সংহিতা* (১৯/৯৩), *তৈত্তিরীয় সংহিতা* (১/৮১৩/৩), *অথর্ববেদ* (৪/৪/৬) এবং *ঋগ্বেদের* বহুস্থানে। বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় লক্ষ করা যায় যে আর্যরা শুরুতে প্রকৃতির মধ্যে বিশ্ব-নিয়ন্তাকে অনুভব করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রকৃতির বিকাশে তাঁরা

এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিকল্পনা করেন। নদীরূপ এই দেবীর পরিচয় ঐতিহাসিক ভূগোলের সাথে সম্পর্কিত। প্রাচীন ভারতে বৈদিক আর্যগণের বসতি স্থাপনের পূর্বে তাদের বাসস্থান ছিল কোনো এক নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে। সম্ভবত ভারতবর্ষে আর্যগণ তাদের পূর্ব স্মৃতি বজায় রাখার মানসে সরস্বতী নদীর তীরে বাসস্থান গড়ে তোলেন। সে কারণে বেদে বর্ণিত সরস্বতী নদী হিসেবেই অধিক পরিচিত এবং পূজিত হয়েছেন (চক্রবর্তী, ১৯৯১: ২১)। ক্রমে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, নদ, নদী প্রতি বস্তুরই আরাধ্য দেবদেবী হিসেবে স্তুত হতে লাগলেন। এরূপে সরস্বতী নদী হতে ক্রমশ এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী রূপে রূপান্তরিত হয় (শীল, ১৩৫৪: ১৩-১৪)। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* সরস্বতীর উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্য জানা যায়। সৃষ্টিকালে পরমপুরুষের ইচ্ছানুসারে তাঁর শক্তি পাঁচভাগে বিভক্ত হয়। যথা– রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী। তাঁদের মধ্যে সরস্বতী শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী দেবী। ইনি শুক্লবর্ণা, বীণাপাণি ও কোটি চন্দ্রের ন্যায় শোভাধারিণী এবং শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপা। দেবীভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী, কিন্তু *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* অনুযায়ী লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ই নারায়ণের স্ত্রী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার মানসকন্যা হিসেবেও পরিচিত। বেদ ও পুরাণের তথ্য বিশ্লেষণে একটি তথ্য স্পষ্ট হয় যে পরমপুরুষ তিন প্রকার মূর্তিতে বিশ্বজগৎ পরিচালনা করছেন– ব্রহ্মা সৃষ্টি রূপে, বিষ্ণু স্থিতি রূপে ও মহেশ্বর সংহার রূপে। আর এই তিনটি পৃথক কাজের তিনটি স্বাতন্ত্র্য শক্তি হলো- মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী। অন্যদিকে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের এক একটি কুলের কুলদেবীর অবস্থান লক্ষ করা যায়। সরস্বতী বাংলার আদি বুদ্ধিজীবী কায়স্থকুলের কুলদেবী হিসেবে বিরাজমান ছিলেন। আবার সরস্বতী আরোগ্যলাভের দেবী। *শুক্লাযজুর্বেদে* সরস্বতী দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের স্ত্রীরূপে পরিচিত। একাদশ শতকে রচিত *কথাসরিৎসার* গ্রন্থ থেকে জানা যায় পাটুলীপুত্রের অধিবাসীগণ রুগ্নব্যক্তির চিকিৎসার জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করতেন, তার নাম ছিল সারস্বত। দেবীর সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রের এখনো যোগসূত্র লক্ষ করা যায়, পুজোর উপকরণে বাসক ফুল ও যবের শিষ অম্রমুকুল প্রদানে। *আয়ুর্বেদে* এগুলির ভেষজ মূল্য অপরিসীম (Jordan, 2004: 275-76)। শাক্তদেবী রূপেও সরস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণ অনুসারে তিনি বৃত্র নামে এক অসুরকে বধ করেছিলেন, তাই তিনি ত্রিনয়না ও

প্রাচীন বাংলার সরস্বতী প্রতিমা
উৎস: শুক্র, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১

জটামুকুটধারিণী দনুজদলিনী দেবী ছিলেন। তবে দেবীর এই শাক্তরূপটি ক্রমশ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়।

প্রাচীন বৈদিক আর্যদের প্রকৃতি-সান্নিধ্য ও সরস্বতী নদী প্রণতি

'সরস্বতী' শব্দের আদি অর্থ নদী আর 'সরস্' শব্দের অর্থ নীর বা জল। মনুসংহিতার মতে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দু'টি দেবনদী এবং এই নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত ভূভাগের নাম ব্রহ্মাবর্ত বা উত্তর ভারত। কথিত আছে ভারতবর্ষে সাতটি নদী পুণ্যসলিলা এবং যে কোনো আরাধনায় এই সাতটি নদীর নাম তর্পণ করতে হয়। যথা– গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী। সরস্বতী নদী আবার অঞ্চলভেদে সাতটি বিভিন্ন নামে পরিচিত (শীল, ১৩৫৪: ১১), যথা–

১) পুষ্করতার্থে পিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞে আহূতা হয়ে 'সুপ্রভা' নামে;

২) নৈমিষারণ্যে যাজ্ঞিক ঋষিগণ কর্তৃক যজ্ঞে আহূতা হয়ে 'কাঞ্চনাক্ষী' নামে;

৩) গয়াদেশে গয়রাজ কর্তৃক যজ্ঞে আহূতা হয়ে 'বিশালা' নামে;

৪) উত্তর কৌশলে ঔদ্দালক মুনির অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আহূতা হয়ে 'মনোরমা' নামে;

৫) কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজ যজ্ঞে 'ওঘবতী' নামে;

৬) হরিদ্বারে দক্ষপ্রজাপতি যজ্ঞে 'সুরেণু' নামে;

৭) হিমালয় পর্বতে ব্রহ্মার যজ্ঞে 'বিমলোঘা' নামে অভিহিত।

*মহাভারতে*র অন্তর্গত শল্যপর্ব (৫৪ অ.) ও *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে*র প্রকৃতি খণ্ড (৬ষ্ঠ অং) হতে দেখা যায় যে– সকল নদীর মধ্যে এটি পুণ্যতমা এবং যে কোনো ব্যক্তি এই নদীতে স্নান করলে তার সমস্ত পাপমোচন হয়। বৈদিক সাহিত্য আলোচনায় লক্ষ করা যায় যে বৈদিক যুগের আর্যগণ যখন উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে ক্রমে আর্যাবর্তের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেন, তখন তাঁরা এই স্বচ্ছসলিলা নদীকূল নির্বাচন করেন। এই নদীতীরের উর্বরভূমি তাঁদের অন্নদান করত এবং কৃষিকাজে বিশেষ সহায়ক হওয়ায় এই নদীই তাঁদের জীবনরক্ষার উপায় ছিল। এ জন্য *ঋগ্বেদে* (২/৪১/১৬-১৮) সরস্বতীকে অন্নবতী, উদকবতী ও দ্যুতিমতী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ঋগ্বেদে*র ১ম মণ্ডল থেকে ১০ম মণ্ডল পর্যন্ত বহুস্থানে এই সরস্বতী নদীর স্তুতি বর্ণিত হয়েছে। যে সব স্থান দিয়ে এই নদী প্রবাহিত হয়েছে, সেখানে বহুতীর্থের উদ্ভব হয়েছে। দেবী সরস্বতীর নদীতে পরিণত হওয়ার একটি পৌরাণিক কাহিনি পাওয়া যায় *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে*। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিন দেবী বিষ্ণুর প্রিয়া ছিলেন এবং তাঁরা সর্বদা বিষ্ণুর নিকট অবস্থান করতেন।

একদিন সরস্বতী বিষ্ণুকে গঙ্গার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত দেখে বিষ্ণুকে তিরস্কার করেন। গঙ্গা এতে কুপিত হয়ে সরস্বতীকে অভিসম্পাত করেন যে তিনি নদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হবেন। সরস্বতীও গঙ্গাকে অনুরূপ অভিসম্পাত করেন। তখন থেকে উভয়েই নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে চলেছেন (শীল, ১৩৫৪: ১২-১৩)।

নদী সরস্বতীর অবস্থান নির্ণয়

সরস্বতী নদী ছিল প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। নদীর উভয় তীরে গড়ে উঠেছিল সারস্বত তপোবন। *মহাভারত* রচিত হওয়ার বহু পূর্বেই সরস্বতী নদী লুপ্ত হয়ে যায়। তবে এর কয়েকটি স্রোতধারা প্রবাহিত হয় ভিন্ন নামে। ভারতবর্ষে তিনটি সরস্বতী নদীর ধারা দেখতে পাওয়া যায় (শীল, ১৩৫৪: ১২-১৩):

১) পাঞ্জাবের সিরমুর রাজ্যের পর্বত হতে উৎসারিত হয়ে আম্বলা, কুরুক্ষেত্র, পাতিয়াল প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করে সির্সা জেলায় দৃষদ্বতী (এর অন্য নাম কাগার) নদীতে মিলিত হয়ে রাজপুতনার বহুস্থান অতিক্রম করে প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সাথে মিলিত হয়। এটিই বেদের সরস্বতী। এর সাথে সিন্ধুনদেরও সংযোগ ছিল এবং *ঋগ্বেদ* আলোচনায় দেখা যায় যে এটি মধ্য এশিয়া হতে উদ্ভূত (সরস্বতী সিন্ধুভি পিম্বমানা–ঋ. ৬/৫/২৬)। সুতরাং এই নদীর আদি উৎপত্তি স্থল সিরমুর রাজ্য অতিক্রম করে আরও উত্তরে। এই বিশাল নদী বর্তমানে ক্ষীণ কলেবরা ও রাজপুতনার মরুভূমির মধ্যে অন্তর্হিতা।

২) রাজপুতনার আবু পাহাড় হতে শুরু করে পালনপুর প্রভৃতি রাজ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এই নদী। সম্ভবত উপর্যুক্ত নদীর সাথে এর এক সময় সংযুক্ত থাকার কারণে এরও নাম সরস্বতী।

৩) বাংলায় হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকট থেকে সরস্বতী নদী যাত্রা শুরু করে হাওড়ার আন্দুল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। একসময় এটি বিশাল নদী ছিল এবং এতে বাণিজ্যিক জাহাজ যাতায়াত করত। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই নদীতীরে সপ্তগ্রাম নামে একটি বন্দর ছিল। এলাহাবাদের প্রয়াগে গঙ্গা ও

উৎস: সমকালীন সরস্বতী প্রতিমা
https://www.ndtv.com/india-news/basant-panchami-2019-saraswati-puja-images

যমুনার (এবং এক সময় সরস্বতীর) সঙ্গমস্থলকে যুক্ত ত্রিবেণী বলা হয় এবং গঙ্গারই দুটি ধারা এই হুগলীর ত্রিবেণীর নিকট থেকে শুরু হওয়ায় একে মুক্ত ত্রিবেণী বলা হয় এবং এই দুটি ধারার নাম দেয়া হয় যমুনা ও সরস্বতী। প্রথমোক্ত নদীকেই বৈদিক যুগের সরস্বতী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে (Jones and Ryan, 2007: 387)।

সরস্বতী মূর্তি পরিচয়

বৈদিক যুগে সরস্বতী ছিলেন নিরাকার। তাঁর প্রতিমার আকার কল্পিত হয় পরবর্তী যুগে (গিরি, ১৯৫৩: ৩০৭)। সরস্বতীকে শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠিতা, শ্বেতাম্বরা, শ্বেতবর্ণা ও শ্বেতবীণাধারিণী বলার তাৎপর্য এই যে বিদ্যাদ্বারা মনের অজ্ঞানতা দূর হয়, সুতরাং অজ্ঞান অন্ধকারস্বরূপ, জ্ঞান আলোকস্বরূপ, এবং আলোকের স্বরূপ উদ্ভাষণে শ্বেতবর্ণের রূপ আবশ্যক জ্যোতিরূপে। সরস্বতী গ্রন্থধারিণী, কারণ গ্রন্থই জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে নিরাকার সরস্বতীর রূপ কল্পনা করতে হলে তাঁকে শ্বেতবর্ণাদি বিশিষ্ট বলে কল্পনা করলেই যথার্থ রূপক হয় (রায়, ১৮৮৫: ২৪)।

ভারত ও বহির্বিশ্বে বিভিন্ন প্রকার সরস্বতী লক্ষ করা যায়। এগুলোকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে (শীল, ১৩৫৪: ১৪):

ক) একক আসীনা

খ) একক দণ্ডায়মানা

গ) ব্রহ্মার পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মানা

ঘ) বিষ্ণুর পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মানা

সাধারণত সরস্বতী পদ্মাসীনা। কখনো সরস্বতী শ্বেতপদ্মের উপর দণ্ডায়মান। সচরাচর হংসবাহনা সরস্বতী লক্ষ করা গেলেও কোনো কোনো স্থানে ময়ূরবাহনা সরস্বতী মূর্তিও দেখা যায়। মুম্বাই অঞ্চলে ময়ূরবাহনা সরস্বতী অধিক দেখা গেলেও রাজপুতনাতেও এরূপ মূর্তি দেখা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহামের মতে গঙ্গায় মকর, যমুনায় কচ্ছপ ও সরস্বতী তীরে ময়ূরের আধিক্য থাকায় এইসব দেবীমূর্তির বাহন যথাক্রমে মকর, কচ্ছপ ও ময়ূর। এছাড়া কলকাতার প্রত্নতত্ত্বশালায় (৩৯৪৭ সংখ্যক মূর্তি) একটি সিংহবাহনা সরস্বতীর লক্ষ করা যায়। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায়ও এরূপ একটি মূর্তি সংরক্ষিত আছে। সাধারণত সরস্বতী মূর্তি দুই হাতবিশিষ্ট। তাঁর এক হাতে পুস্তক, অপর হাতে মালা বা বীণা। কোনো কোনো স্থানে চার

হাত বিশিষ্ট সরস্বতী মূর্তিও দেখা যায়। এরূপ মূর্তির হাতে পাশ, অঙ্কুশ, বীণা ও কমণ্ডলু লক্ষ করা যায়।

জাপানে সরস্বতীর উৎপত্তি

জাপানে সরস্বতী দেবীর প্রবেশকাল বিষয়ে নির্দিষ্ট একটি সময়কাল নিরূপণ করা আয়াসসাধ্য। বিষয়টিকে ঘিরে বেশ কিছু কিংবদন্তীর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। সন্ত কোকেই-প্রদত্ত তথ্য অনুসারে জাপানে সরস্বতী বা *বেনজাইতেনে*র প্রথম আবির্ভাব হয় ৫৫২ খ্রিস্টাব্দে, আকাশে মেঘের উপরিভাগে, বজ্ররূপে। পরবর্তীকালে ৫৯৩ এবং ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে আরো দুটি ধূমকেতুর ন্যায় *বেনজাইতেনে*র আবির্ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধূমকেতুটির আগমন ঘটে প্রথমটির দীর্ঘসূত্রিতায়, যা জোরালো শব্দ সহযোগে আবির্ভূত হয় এনোশিমাতে। পরবর্তী দু'টি যথাক্রমে ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে হিরোশিমাতে এবং ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে ওসাকাতে (Juhl & Mardon, 2007)। বৌদ্ধধর্মের সাথে সাথে সরস্বতী দেবীর প্রবেশ ঘটে জাপানে। রাজা বিদ্যাৎসুর আমলে ৫৭৮ সালে বৌদ্ধধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান শুরু করা হয়, আর সেই সময়কাল হতেই হয়ত ভারতীয় সরস্বতীর *বেনজাইতেন* রূপে জাপান প্রবিভ্রমণের সূত্রপাত (বক্সি, ১৯৭৮: ১৪৪-১৪৭)। আশ্চর্যজনকভাবে বৌদ্ধধর্মের অনুসরণে এই সরস্বতী শিন্তোধর্মের দেবীরূপেও প্রসার লাভ করেন। সরস্বতীর চীনে প্রবেশ ঘটে চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে '*সরসবাতেই*' নাম নিয়ে, যার চৈনিক নামকরণ হয় '*বিয়ানজাইতিয়ান*' এবং সেখান থেকেই *বেনজাইতেন*-এর উৎপত্তি। বৌদ্ধধর্মের মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থরূপে সংস্কৃত ভাষায় রচিত *সুবর্ণপ্রভাসূত্রে*র ২৪তম অধ্যায়টি ৩৫০ থেকে ৪১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, যেখানে *মিওনতেন*-এর উল্লেখ পাওয়ায়, যা ছিল *বেনজাইতেন*-এরই একটি রূপ। উল্লেখ্য যে বেশ কিছু রচনায় সরস্বতী বা *বেনজাইতেন*কে গ্রীক দেবী *অ্যাথেনা*র সাথে তুলনা করা হয় (Japanese Buddhist Statuary)।

জাপানে *বেনজাইতেন*-এর আবির্ভাবের বিষয়ে বিভিন্ন শ্রুতি ও কিংবদন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে জাপানের কামাকুরা অঞ্চলের কাসিগোয়ে গ্রামের একটি গুহায় এক দৈত্য বাস করত, যে নরশিশু বলি দিত। এ অঞ্চলে ষষ্ঠ শতাব্দিতে *বেনতেন* অকস্মাৎ সেই দৈত্য দমনে বজ্ররূপে আবির্ভূত হন। *বেনজাইতেন* সেই গুহায় প্রবেশ করেন এবং পরবর্তীকালে এই দৈত্যের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। *বেনজাইতেন* এর শুভ প্রচেষ্টায় দৈত্যটি সকল অশুভ প্রয়াস হতে বিরত থাকে। এভাবেই সরস্বতী তথা *বেনজাইতেনে*র এনোশিমা ভূখণ্ডে আবির্ভাব ঘটে। প্রচলিত মতানুসারে তৎকালীন

সময়কাল হতেই সমুদ্রে বসবাসরত ড্রাগন এবং সাপ সরস্বতী দেবীর দূত হিসেবে আখ্যায়িত হয়। এ ব্যাখ্যা অনুসারে *বেনজাইতেন*কে রক্ষাদানকারী, বিশেষত শিশু রক্ষাকারী, হিসেবে বর্ণনা করা হয় (Davis, 1993: 119)। শিন্তোধর্মাবলম্বী *বেনজাইতেন*কে কেন্দ্র করে আরো বেশকিছু কিংবদন্তী পরিদৃষ্ট হয়। জাপানে *বেনজাইতেন*কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী বা সমুদ্রের নিকটবর্তী অংশে অবস্থান করতে দেখা যায় এবং *বেনজাইতেনে*র সাথে প্রায়শই সাপের একটি সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জাপানি সরস্বতীর পূর্বাপর সম্বন্ধ বিবেচনায় সমুদ্র, পৃথক ভূখণ্ড এবং সাপের উল্লেখের সম্পৃক্ততা অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক কুকাই-এর মতানুসারে তৎকালীন সময়ে *বেনজাইতেন*কে ড্রাগন-এর তৃতীয় কন্যা রূপে অভিহিত করা হয়েছিল ।

জাপান ও ভারতবর্ষে সরস্বতীর নামকরণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় সরস্বতী সরসবাতেই নামে প্রথমে চীনে *বিয়ানজাইতিয়ান* এবং পরবর্তীকালে জাপানে *বেনজাইতেন* নামে অভিহিত হন। জাপানে প্রবেশের পর সরস্বতী দেবীকে আরো কিছু নামে ভূষিত করা হয়। ভারতবর্ষে যেমন সরস্বতী দেবীকে শ্রী, ভারতী, বাগ্‌দেবী ব্রাহ্মী, ভাষা, গির, বাচ্, বাণী, ইড়া, গিরা, গিরাংদেবী, গীর্দেবী, ঈশ্বরা, বাচা, বচসামীশ, বর্ণমাতৃকা, গো, বাক্যেশ্বরী, সায়ংসন্ধ্যা দেবতা, সন্ধ্যেশ্বরী বীণাপাণি, জ্ঞানদানন্দিনী, পদ্মিণী, শেতাঙ্গিনী, সারদা, মহাশ্বেতা, বারদী, বজ্রসেনা, বজ্রসারদা, মহাসরস্বতী, মৌর্যসারদা ইত্যাদি নামে পরিচিত হতে দেখা যায়, সেরকম জাপানেও তার পরিচিতি বহু নামে – *বেনতেন*, *বেনাইতেন*, *বেনজাইতেন*, *বেনজা তেনন্নো*, *উগা বেনজাইতেন*, *আকা-বেনজাইতেন*, *হাপ্পি বেনজাইতেন*, *দাইবেনজাইতেন*, *তেনকাওয়া বেনজাইতেন*, *বিওনতেন*, *সিইও-ওনতেন*, *হাদাকা বেনতেন*, *কুবো বেনজাইতেন*, *রাগ্যিও বেনজাইতেন*, *কোনকোমিউও বেনতেন* ইত্যাদি। তবে মূলত জাপানের সরস্বতী *বেনতেন* এবং *বেনজাইতেন* নামেই সুপ্রসিদ্ধ (Japanese Buddhist Statuary)।

জাপানে *বেনজাইতেনে*'র বিকাশ

জাপানে সরস্বতীর বিকাশকে ক্রমানুসারে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করার অবকাশ রয়েছে। (১) বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক (২) শিন্তোধর্মভিত্তিক এবং (৩) অঞ্চলভিত্তিক *বেনজাইতেন*। ইতিহাসের নিরিখে ও যুগের প্রেক্ষিতে এই পর্যায়সমূহকে আলোচনা করা যেতে পারে।

বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক বেনজাইতেন: এ কথা অনস্বীকার্য যে জাপানে সরস্বতীর প্রবেশ বৌদ্ধধর্মের অন্য দেবদেবীর সাথে একযোগে সংঘটিত হয়। সরস্বতীর জাপানে প্রবেশের সঠিক সময়কাল নিরূপণ আয়াসসাধ্য হলেও ৫৫২ খ্রিস্টাব্দে জাপানে প্রথম *বেনজাইতেন* প্রবেশ করার তথ্য জানা যায় (YABAI, 2017)। অবশ্য তার চর্চা শুরু হতে আরও বেশ কয়েক বছর কাল অতিবাহিত হয়। বার'শ এবং তের'শ খ্রিস্টাব্দে *বেনজাইতেন*কে *ডাকিনিতেন*-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে অভিহিত করা হয়। এসময় তাঁকে বৌদ্ধধর্মের *দাইকোকুতেন* অর্থাৎ শস্য এবং সমৃদ্ধির দেবী রূপে গণ্য করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ১৪শ খ্রিস্টাব্দে এই *বেনজাইতেন* দেবীকে *বিশামোনতেন* (দেশ রক্ষাকারী এবং সম্পদ রক্ষাকারী) দেবতার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রবনতা লক্ষ করা যায়। তের শতকের নিচিরেন বৌদ্ধধর্মাশ্রিত *বেনজাইতেন*কে চৌদ্দ এবং পনের শতকের শিনগোন ও তেনদাই বৌদ্ধধর্মের সাথে একীভূত রূপে গ্রহণ করা হয় এবং সর্বোপরি ১৫শ খ্রিস্টাব্দে *বেনজাইতেন*কে জাপানের সাত সৌভাগ্য দেবতার একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপর এদো যুগে অর্থাৎ ১৬শ শতকে *বেনজাইতেনে*'র জনপ্রিয়তা পূর্বের সকল সীমানা ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। এসময় *বেনজাইতেন* সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত দেবীর একজনরূপে জাপানের আধ্যাত্ম জগতে প্রতিভাত হন। পরবর্তীকালে ১৮৭০ সালে জাপানের সংবিধান যখন বৌদ্ধধর্ম এবং শিন্তোধর্মের পৃথকীকরণ করে, তখন যারা আংশিক বৌদ্ধধর্মের সমর্থক, তারাও *বেনজাইতেন*কে শিন্তোধর্মের প্রতিভূরূপে আখ্যায়িত করে। বৌদ্ধধর্মের অংশ হিসেবে সরস্বতী জাপানে প্রবেশ করলেও কালক্রমে তিনি শিন্তো দেবতা এবং বৌদ্ধ ধর্মের দেবতার মিলিত একটি ছাঁচে *বেনজাইতেন* হিসেবে রূপান্তরিত হন। এই রূপান্তর যে কেবল *বেনজাইতেন*-এর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, তা নয়। জাপানে শিন্তো ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণে একটি মিলিত ধর্মাচারণের প্রয়াস সর্বকালে পরিলক্ষিত হয় এবং একে জাপানি ভাষায় বলা হয় *শিমবুৎসু সুগো* (神仏習合), যার বাংলা অনুবাদ করলে হয় শিন্তো-বৌদ্ধ সমন্বয় প্রচেষ্টা (Japanese Buddhist Statuary)।

শিন্তো ধর্মভিত্তিক *বেনজাইতেন*: একথা সর্বজনস্বীকৃত যে জাপানের শিন্তোধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মকে পৃথকভাবে উপস্থাপন করা একটি জটিল প্রচেষ্টা। বৌদ্ধধর্মে যেসব দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁদের অনেকেই পরিচিত শিন্তো দেবদেবীরূপে। উল্লিখিত বিষয়টির অন্তর্নিহিত মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি জটিল এবং দুরূহ। ভারতবর্ষে সরস্বতী নদীর মতো জাপানে *বেনজাইতেন*ও নদী ও উপকূলবর্তী হওয়ায় অনুরূপ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। জ্ঞান, শিল্পকলা ও ধ্রুপদী সংস্কৃতিচর্চা নদীর মতো বহমানতা নিয়ে কালপরিক্রমায় অগ্রসর হয়। এই বহমানতা ভারতে যেমন সরস্বতী নদীর সাথে তুলনীয়, তেমনই জাপানেও

*বেনজাইতেনে*র সাথে। ভারতে সরস্বতী নদীর যে বহমানতা, তা *বেনজাইতেনে*র প্রবেশকালে ততোধিক প্রণোদনাপ্রাপ্ত না হলেও কাল পরিক্রমায় এগারো এবং বারো শতকে শিন্তোধর্মের অন্নপূর্ণা দেবতা ইনারির সাথে *বেনজাইতেনে*র সংমিশ্রণ ঘটে এবং একজন নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটে, যার উদ্দেশ্য থাকে উর্বরতা এবং ফলন। এর নাম *উগাজিন* বা *উগা বেনজাইতেন*, যিনি একই অঙ্গে নারী এবং পুরুষ। উল্লেখ্য যে পঞ্চম শতকে যে *বেনজাইতেনে*র আগমন ঘটে, জাপানে তার কাঞ্জিতে লিখন ছিল 弁才天 {べんざいてん (*বেনজাইতেন*), কিন্তু পরবর্তীকালে শিন্তোধর্ম সমন্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে তা হয়ে যায় 弁財天 (*বেনজাইতেন*)। এক্ষেত্রে প্রথম 才(*জাই*)- এর অর্থ মেধা বা দক্ষতা, আর পরিবর্তিত 財 (*জাই*)- এর অর্থ সম্পদ এবং সমৃদ্ধি। এক্ষেত্রে কাঞ্জিতে ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন আসে অর্থে। যা ছিল মেধায় সীমিত, তা বিস্তৃত হয় সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধিতে। এটি পাওয়া যায় চৌদ্দ শতকে লিখিত *কেইরান স্যুইউস্যু* শীর্ষক জাপানি পাঠ্যে। অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষার দেবীরূপে জাপানে প্রবেশ করেছিলেন যে *বেনজাইতেন*, তিনি শিন্তোধর্মের সংস্পর্শে এসে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে সমৃদ্ধি এবং প্রসিদ্ধির দেবীরূপে প্রচারিত হন (Japanese Buddhist Statuary)।

অঞ্চলভিত্তিক *বেনজাইতেন*: জাপানের শিন্তো মন্দির এবং বৌদ্ধ মন্দিরের উভয়স্থলেই *বেনজাইতেন* দেবী পূজিত হন। এদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় এনোশিমা অঞ্চলে স্থাপিত মন্দির, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। *বেনজাইতেনে*র অঞ্চলভিত্তিক অবস্থানের বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য এবং প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষের সরস্বতী নদীর বহমানতার সঙ্গে সমঞ্জস রেখে জাপানি *বেনজাইতেনে*র নদী বা সমুদ্র উপকূলে বসবাসের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।

এনোশিমা দ্বীপে *বেনজাইতেন*: এনোশিমা দ্বীপ অথবা ভূখণ্ডকে ঘিরে বেশ কিছু শ্রুতির বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এনোশিমা অঞ্চলটি একটি সেতুর মাধ্যমে কামাকুরা অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত। এ মন্দিরে *বেনজাইতেন* দেবীর প্রায় ৬০০ বছরের প্রাচীন দুটি মূর্তি রয়েছে। একটিতে হাতে *বিওয়া* (জাপানি বাদ্যযন্ত্র) ধারণকৃত *বেনজাইতেন*কে নগ্ন অবস্থায় লক্ষ করা যায়। অন্যটিতে তলোয়ার, ধর্মচক্র এবং অন্যান্য বস্তু ধারণকৃত অবস্থায় আট হাত বিশিষ্ট *বেনজাইতেনে*র মূর্তি পরিলক্ষিত হয় (Thornhill, 2002)। সন্ত কুকাই-এর বিবরণ থেকেও একই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়।

উয়েনো অঞ্চলে *বেনজাইতেন*: তোকিওর কাছাকাছি উয়েনো অঞ্চলে সিনোবাজু পুকুরের ধারে একটি *বেনজাইতেনে*র মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি একটি পবিত্র স্থান হলেও অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলের জনপ্রিয়তা ততোধিক নয় বলে জানা যায় (Thornhill, 2002)।

এনোকাসিরা অঞ্চলে *বেনজাইতেন*: এদো প্রদেশের হিরোশিগে অঞ্চলের এনোকাসিরা নামক স্থানে *বেনজাইতেনে*র আরো একটি মন্দিরের অবস্থান সম্বন্ধে জানা যায়। কামাকুরা বা উয়েনো অঞ্চলের মতো জনপ্রিয় না হলেও এনোকাশিরা মন্দিরের বেনজাইতেনও জাপানি জনগোষ্ঠীর নিকট আরাধ্য দেবীর মর্যাদা অর্জন করেছেন।

কামাকুরা অঞ্চলে *বেনজাইতেন*: কামাকুরা অঞ্চলের *জেনাইরাই বেনতেনে*র মন্দিরটি জাপানে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মন্দির। বর্তমান সময়েও এটির আবেদন অমলিন। এখনও মানুষ এখানে পয়সা ফেলে এবং ধারণা করে যে সরস্বতীর সেই বহমানতার ধারাবাহিকতায় তাদের সৌভাগ্যও প্রবহমান হবে।

নাগানো অঞ্চলে *বেনজাইতেন*: জাপানের নাগানো অঞ্চলেও *বেনজাইতেনে*র মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যদিও প্রধান তিনটি মন্দির অর্থাৎ এনোশিমা, ইস্তুকুসিমা এবং চিকুবুশিমার মতো জনপ্রিয় নয়, তবে এখানে *বেনজাইতেন* দেবীর অস্তিত্ব বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে জানা যায়।

উৎস: ১৭৮৩ সালে অঙ্কিত বিওয়া হাতে সাত সৌভাগ্যের দেবতা বেনজাইতেন
http://www.onmarkproductions.com/html/benzaiten

নারা অঞ্চলে *বেনজাইতেন*: নারা অঞ্চলের তেনকাওয়া মুরা অংশে স্তুবোনোউচিতে বেশ জনপ্রিয় একটি শিন্তো মন্দিরে *বেনজাইতেনে*র উপাসনা হয়, যা অত্র অঞ্চলে অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এটি পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য একটি উৎকৃষ্ট স্থান (YABAI, 2017)।

ইস্তুকুসিমা অঞ্চলে *বেনজাইতেন*: এটি জাপানের প্রধান তিনটি ধর্মীয় পবিত্র স্থানের মধ্যে একটি। এটি মিয়াজিমা অঞ্চলে অবস্থিত, যাকে অনেক সময় হিরোশিমা অঞ্চলের অধিভুক্ত হিসেবেও আখ্যা করা হয়ে থাকে। অঞ্চলটি আরো বিখ্যাত এর ভাসমান শিন্তোধর্মের চিহ্নস্বরূপ *তোওরি* দ্বারটির জন্য, যা সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে জাপানের এই অঞ্চলটি UNESCO-র দ্বারা বিশ্ব ঐতিহ্যরূপে বিবেচিত (YABAI, 2017)।

চিকুবুশিমা অঞ্চলে *বেজনাইতেন*: শিগা অঞ্চলের হায়াযাকি অংশে একটি হ্রদের নিকটবর্তী স্থানে এই *বেনজাইতেন* মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। প্রথাগত পদ্ধতিতে *বেনজাইতেনে*র

সকল মন্দির সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। তবে ব্যতিক্রমী হিসেবে চিকুবুশিমা অংশে হ্রদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই মন্দিরের সন্ধান মেলে (YABAI, 2017)। উপর্যুক্ত মন্দিরগুলো ব্যতীত সিমোদা মন্দিরে, হানাদা অঞ্চলের মন্দিরে, সিনাগাওয়া অঞ্চলের তোমোনাস্ত অঞ্চলেও *বেনজাইতেনে*র বেশ কিছু মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

*বেনজাইতেনে*র বাহন

৫৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আবির্ভাবকালে *বেনজাইতেন* আদৌ কোনো বাহন সহযোগে আবির্ভূত হয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে মৌলিক কোনো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিভ্রান্তিমূলক বিধায় সেগুলো পরিহার করা সমীচীন। জাপানে *বেনজাইতেনে*র বেশ কিছু পরিবর্তিত এবং বিবর্তিত রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন এনোশিমা অঞ্চলে *বেনজাইতেনে*র যে দুটি রূপ চোখে পড়ে, তার একটি নগ্ন সরস্বতী (*হাদাকা বেনজাইতেন*)। *হাদাকা বেনজাইতেনে*র মূর্তিটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কিছুটা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, তবে সেটিকে প্রতি ছয় বছরে প্রদর্শনের জন্য একবার বের করা হয়। বিশেষত সাপ এবং বরাহের জন্য নির্দিষ্ট বছরে[১]। এই *হাদাকা বেনজাইতেন*কে কোনো বাহনের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়নি। তবে তৎকালীন সময়ে তাঁকে ঢেউয়ের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় পাওয়া যেত (Japanese Buddhist Statuary)। আট হাত বিশিষ্ট আরো একটি *বেনজাইতেনে*র মূর্তি পাওয়া যায় এনোশিমার মন্দিরে, যেটিকে জাপানি ভাষায় বলা হয় *হাপ্পি বেনজাইতেন*। *হাপ্পি বেনজাইতেন*কে একটি পদ্মের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়।

এছাড়া *উগা বেনজাইতেনের* বাহন হিসেবে সচরাচর সাপকে বিবেচনায় নেয়া হয়, যদি তা *ডাকিনিতেন*-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে শেয়ালকেও বাহনরূপে দেখার সুযোগ মেলে। এখানে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ অপরিহার্য। নদী বা সাগরবর্তী দেবীরূপে পূজিতা বিধায় *বেনজাইতেনে*র বাহনরূপে ড্রাগন অথবা সাপকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আশ্চর্যজনকভাবে বেশ কিছু তথ্যে কচ্ছপকে দেবীর বাহন হিসেবে বর্ণনা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ভারতে সরস্বতীর বাহনরূপে রাঁজহাস, ময়ূর,

---

১ জাপানে বার মাসের জন্য বারটি রাশিচিহ্ন হিসেবে বারটি প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে বানর, বরাহ, মেষ, ইঁদুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অধিক জানার জন্য দেখা যেতে পারে: Abe, Namiko (2019), *The Twelve Signs of the Japanese Zodiac*, retrieved from https://www.thoughtco.com/japanese-zodiac-overview-2028019 on 27.6.2020.

সিংহ, ভেড়া ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। এনোশিমায় অবস্থিত *বেনজাইতেনে*র সাথে তার বাহনরূপে কচ্ছপকে দেখা যায় ।

*বেনজাইতেনে*র হস্তে ধারণকৃত বস্তুবিশেষ

*বেনজাইতেনে*র হস্তে ধারণকৃত বস্তুগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান বস্তু *বিওয়া*। *বিওয়া* একটি জাপানি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। এছাড়া চার হাত বিশিষ্ট যে সকল *বেনজাইতেনে*র নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলো মহাসরস্বতী বা *দাইবেনজাইতেন* রূপে পূজিত হন। তাঁর দুই হাতে জাপানি বীণা, এক হাতে পদ্ম আর আরেক হাতে গ্রন্থ। এই চার হস্তবিশিষ্ট *বেনজাইতেন* মূলত বৌদ্ধধর্ম হতে গৃহীত সরস্বতীর পরিবর্তিত রূপ, যাঁর দুই হাত কখনো কখনো প্রার্থনারত অবস্থাতেও লভ্য।

এছাড়া ছয় হাতবিশিষ্ট *বেনজাইতেনে*রও সন্ধান মেলে, যাকে জাপানি ভাষায় বলা হয় *কিনকোমিইয়ো বেনতেন* (金光明弁天)। তবে সেই দেবীর হস্তে ধারণকৃত বস্তুগুলো আট হাতবিশিষ্ট *বেনজাইতেনে*র সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। আরো একটি চার হাত বিশিষ্ট *বেনজাইতেনে*র ছবি পাওয়া যায়, যাতে দুই হাতে বিওয়া ধরা, এক হাতে পাখা, তাঁর আরেক হাত খালি। আট হাতবিশিষ্ট *বেনজাইতেনে*র যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাতে তাঁর হাতগুলোতে আছে যথাক্রমে ধনুক (弓 *ইউমি*), তীর (箭 *সেন*), তলোয়ার (刀 *কাতানা*), কুঠার (斧 *ওনো*), বর্শা (さんこげき *সানকোগেকি*), দীর্ঘ হামালদিস্তা বা পেষণী (独鈷杵 *দোক্কোশ্যো*), লোহার চাকা (輪 *রিন*), দড়ি (けんじゃく *কেনজাকু*)। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হলেও বিষয়টি লক্ষণীয় যে বিদ্যাশিক্ষার সাথে সংযুক্ত কোনো বস্তুর উল্লেখ আট হাতবিশিষ্ট জাপানের *বেনজাইতেনে*র হস্তে ধারণকৃত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ছয় হাত বা আট হাতবিশিষ্ট যে *বেনজাইতেনে*র সন্ধান জাপানে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ভারতীয় দুর্গা দেবীর প্রভূত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় (Japanese Buddhist Statuary)।

জাপানের *বেনজাইতেনে*র বৈশিষ্ট্যসমূহ

৫৫২ খ্রিস্টাব্দে জাপানে প্রথম যে প্রাচীন বৈদিক সরস্বতী দেবীর আগমন ঘটে, সেই দেবীর বোধনে বেশ কিছুকাল সময়ক্ষেপন হয়েছিল। নবম শতকের প্রারম্ভে জাপানে *বেনজাইতেনে*র চর্চায় গতি আসে। যদিও বিদ্যার দেবী সরস্বতী দূর প্রাচ্যে প্রবেশ করে তার গতানুগতিক বিদ্যাশিক্ষার ধারা কখনো অক্ষুণ্ণ রেখে, কখনো বা ক্ষুণ্ন করে জাপানের স্বজাতি রক্ষাকারী দেবীর রূপ ধারণ করেছেন, আবার বার শতকের প্রথমার্ধে তা শিন্তোধর্মের কৃষিদেবতা

ইনারির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ফসল এবং ফলনের দেবীরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। আরো গভীর আলোচনা করলে পাওয়া যায় *বেনজাইতেনের* হিংসার রূপ। *বেনজাইতেনের* এই হিংসার আশঙ্কায় কোনো দম্পত্তি যুগলে সেই দেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দ্বিধাবোধ করতেন। এমন কথিত আছে, তাঁরা বেজোড়ে যান রোষানল এড়াতে। যিনি কেবলমাত্র বিদ্যাশিক্ষা অথবা সংগীতের দেবী, তিনি স্থিতধী, মেধাবী এবং প্রবহমান নদীর মতো। তবে একই *বেনজাইতেনের* দেহে যখন হিংসার রূপ বা যুদ্ধের রূপ প্রতিফলিত হয়, তখন সেই দেবীই আবির্ভূত হন ভয়ালরূপে। বিশেষত শিন্তোধর্মের *ডাকিনিতেনের* সঙ্গে *বেনজাইতেনের* সংযুক্তি তাঁকে আরো ভয়ঙ্কররূপে চরিত্রায়িত করে (Faure, 2010)।

একটি প্রসঙ্গ এখানে অবশ্য উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী দেবী এদিকের হোক বা সুদূর দূর প্রাচ্যের হোক, তাঁর প্রতিটি রূপই প্রতীকী বা রূপক। সময়ের প্রয়োজনে যখন যে রূপ প্রয়োজন, তা ধারণ করানো হয়েছে। *বেনজাইতেন*-এর প্রত্যেকটি রূপ ছিল মনুষ্যসৃষ্ট কিংবদন্তী অথবা শ্রুতিনির্ভর। বাস্তবিক সরস্বতী বা *বেনজাইতেন* বলে আদৌ কখনো কেউ ছিলেন কি না, সেই আলোচনার ভার ধর্মবিদ্‌দের ওপর অর্পণ করে *বেনজাইতেনের* জাপানি স্বরূপসন্ধান এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। জানা যায় জাপানে *বেনজাইতেনকে* যমের বোন হিসেবে আখ্যা করা হয়, যাকে বলা হত *এনমাতেন*। জাপানি সমাজে প্রধানত সাত ধরনের *বেনজাইতেনের* উল্লেখ এবং বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

মিইউওন *বেনজাইতেন:* সাম্প্রতিক জাপানি সমাজে সর্বাধিক প্রচলিত এই *বেনজাইতেন*। এটি দুই হাতবিশিষ্ট, চৈনিক ধারার পোশাক পরিহিতা এবং জাপানি বীণাবাদ্যরত। যদিও অনেক সময় তাঁকে বাঁশি হাতেও প্রত্যক্ষ করা গেছে। হেইয়ান (৭৯৪-১১৮৫) যুগের চিত্রকর্মে বিওয়া ধারণকৃত *বেনজাইতেন* দেখা যায় এবং পরবর্তী কামাকুরা যুগে (১১৮৫-১৩৩৩) এটি বিশদরূপে জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়।

বার বা তের শতকে রাজার দরবারে বিওয়াবাদকের মধ্যে *বেনজাইতেন* দেবীর প্রতি প্রত্যক্ষ আগ্রহ ও সমর্পণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত জাপানি শিল্পী *ফুজিওয়ারা নো মোরিনাগা* তাঁর বিশিষ্ট সুরারোপে *বেনজাইতেনের* চর্চাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যান। তৎকালীন জাপানে তাঁকে *বেনজাইতেনের* অংশ গণ্য করা হতো। জাপানি সমাজে দুই হাতবিশিষ্ট *বেনজাইতেনের* সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা লক্ষিত হয় বিভিন্ন লোকজ কাহিনী, শিল্পী এবং কলাকুশলীদের মধ্যে। বিশেষত বাদ্যযন্ত্রানুরাগীদের নিকট এই *মিইউওন বেনজাইতেন* অত্যধিক জনপ্রিয় দেবী (Japanese Buddhist Statuary)।

এনোশিমা মন্দিরে অবস্থিত *বেনজাইতেনের* ছবিতে তাঁকে একটি ড্রাগনের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় লক্ষ করা যায়। ৯.২ মিটার উচ্চতা এবং দুই হাতবিশিষ্ট আরো একটি *বেনজাইতেনের* মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায় তোয়ামা অঞ্চলের শিনমিনাতো শহরে। এ স্থলে তিনি জলদেবীরূপে পরিচিত। এছাড়া শেনগোন সম্প্রদায়ের তথ্যানুসারে অলংকারাদি পরিহিতা এবং পদ্মপত্রে উপবিষ্ট *বেনজাইতেনের* নিদর্শন মেলে (Japanese Buddhist Statuary)।

হাদাকা বা নগ্ন *বেনজাইতেন:* কামাকুরা যুগের (১১৮৫-১৩৩২) সমকালীন শিল্পী ও ভাস্করগণ নগ্নরূপে জাপানি *বেনতেনকে* গড়ে তোলেন। তৎকালীন সময়ে এরূপ বেশ কিছু নগ্ন সরস্বতী তৈরি করা হয়েছিল, যদিও তাঁদেরকে সর্বসমক্ষে আনার আগে পোশাকাদি এবং মূল্যবান অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত করা হতো। উল্লেখ্য যে এই চর্চা জাপানি সংস্কৃতিতে কখনো জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, যদিও নগ্ন *বেনতেন* সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কারণটি অজ্ঞাত। কাম উর্বরতার একটি বিশেষ প্রক্রিয়াস্বরূপ, এরূপ ধারণা থেকে নগ্ন *বেনতেন* সৃষ্টির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে আট হাতবিশিষ্ট অবস্থায় প্রাপ্ত নগ্ন সরস্বতী মূলত *উগা বেনজাইতেন*। অর্থাৎ এই *বেনজাইতেন* শিন্তোধর্মের সাথে সম্পৃক্ত উর্বরতা এবং ফলনের প্রতীকরূপে আদৃত। এনোশিমা মন্দিরে নগ্ন *বেনতেনের* উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। তবে এটিকে খানিক মেরামত করা হয় প্রতি বিশ বছরের ব্যবধানে। এছাড়া নাগোয়া শহরের তোওগেনজি মন্দিরে আরো একটি নগ্ন *বেনজাইতেনের* উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় (Japanese Buddhist Statuary)।

উৎস: হাদাকা বা নগ্ন বেনজাইতেন
http://www.onmarkproductions.com/html/benzaiten

উগা বেনজাইতেন: *বেনজাইতেনের* জাপান প্রবেশের সময় এবং তাঁর পরবর্তীকালীন শিন্তো দেবী ইস্তুকুসিমা হিমের সাথে *বেনজাইতেনের* চারিত্রিক এবং বাহ্যিক কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন *ঋগ্বেদে* ইলা, ভারতী এবং মহী–এই তিন দেবীর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে জাপানের প্রধান তিন জলদেবী যথাক্রমে- *ইস্তুকুসিমা হিমে*,

তাগোরি হিমে এবং *তাগিস্তু হিমে*। শিন্তো ধর্মানুসারে তাঁরা সকলেই সূর্যদেবের তলোয়ার হতে উৎপন্ন দেবদেবী (Thornhill, 2002)।

জানা যায়, হেইয়ান যুগের অন্তিমকালে জাপানে বৌদ্ধধর্মের তেনদাই সম্প্রদায়ের অনুসারীগণের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ দেবীরূপে পূজিতা *বেনজাইতেন*কে জাপানের জল, অন্ন, সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধির স্থানীয় দেবতা *উগাজিন*-এর সাথে সম্পৃক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি *উগাজিন* দেবতার সাথে *হাকুজাকু* বা *ব্যাকুজা* বা *উকাওয়া*-এর সমন্বয়ে একজন দেবীর প্রকাশ ঘটে, সমাজে যিনি *উগাবেনজাইতেন* নামে পূজিতা হন। এই দেবী প্রধানত তের শতকে চিকুবুশিমা, উৎসুকুশিমা এবং এনোশিমা অঞ্চলে পূজিত হন। *উগাবেনজাইতেনের* যে সকল মন্দির জাপানে অবস্থিত, সেগুলোর মধ্যে কামাকুরার শিন্তো মন্দিরটি অন্যতম (Ludvik, 2001: 288)। ধারণা করা হয় যে *উগাজিন*-এর সাথে সম্পৃক্ততার ফলস্বরূপ জাপানে *বেনজাইতেনের* বিস্তার ঘটে। প্রাচীন *বেনজাইতেনের* উচ্চারণে অভ্যন্তরস্থ *জাই* (才)-এর যে *কাঞ্জি* পাওয়া যায় 'মেধা' হিসেবে, সেটি *উগাজিনের* সাথে সমন্বয়ের ফলে তার রূপ পরিবর্তন করে সৌভাগ্যের এবং সমৃদ্ধির (財) (*জাই*) অর্থরূপে রূপান্তরিত হয়। জাপানি সমাজে এদোযুগ পর্যন্ত এই দেবীর আবেদন অক্ষুণ্ন থাকে। দৃশ্যত *উগাজিন* বৃদ্ধ সাদা একটি সাপের ওপর এমনভাবে উপবিষ্ট যেন *উগাজিন* দেবতার শরীরটি সাপের এবং মস্তকটি মানুষের মতো (Ludvik, 2001: 287-288)।

হেইয়ান যুগের শেষভাগ থেকে কামাকুরা যুগ পর্যন্ত *বেনজাইতেন* সংক্রান্ত বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক লিখিত তথ্য প্রাপ্ত হয় *বেনজাইতেন সানবুক্কিও* গ্রন্থে। এতে তিনটি সূত্র বা ধারণীর নিদর্শন রয়েছে (Ludvik, 2001: 287)।

১. প্রথম ধারণীতে *বেনজাইতেন* বুদ্ধের প্রতিভূরূপে দেশরক্ষাকারী সিদ্ধিদাত্রী দেবীরূপে পূজিতা।

২. দ্বিতীয় ধারণীতে *উগাবেনজাইতেন* শ্বেত সর্পের সাথে সম্পর্কিত এক সৌভাগ্যের দেবীরূপে আখ্যায়িত।

৩. তৃতীয় ধারণীতে *উগাজিন* দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত *বেনজাইতেন* সম্পূর্ণ সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে বিবেচিত।

অনেকেই ধারণা করেন যে *উগাজিন* দেবতা খাদ্যবস্তু *উগা নো মিতামা* থেকে উদ্ভূত[২]। জাপানের প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে খ্যাত *কোজিকি* এবং প্রাচীনতম ঐতিহাসিক গ্রন্থ *নিহোনগি*তেও একইরূপ তথ্য পাওয়া যায়। *ইনারি* দেবতার উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হয়েছে এবং তাঁর সাথে *উগাজিনে*র সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। শিন্তো দেবতা *ইনারি*র বাহন শৃগাল এবং বিভিন্ন ম্যানডেলাতে এই জাতীয় চিত্রের সন্নিবেশ পরিলক্ষিত হয়। হিংসার দেবীরূপে *বেনজাইতেনে*র যে স্বরূপ অন্বেষণ করা হয়, তার মূলভাব মূলত *উগাবেনজাইতেনে*র চরিত্রেও প্রতিভাত হয়।

বেনজাইতেন বিষয়ে গবেষক ক্যাথেরিন লুডভিক-এর মতে *উগাজিন* এবং *বেনজাইতেনে*র মধ্যকার সম্পর্কটি কখনো বিপ্রতীক, কখনো বা সহযোগিতার (Ludvik, 2001: 288-290)। বিষয়টির আরো গভীরে গিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে *ইজানাগি* এবং *ইজানামির* সাথে সংস্পৃক্ত যাঁরা, তাঁরা শিন্তো ধর্মের আদি পুরুষ ও নারী। টোকিওর ফুকুজু-ইন মন্দিরে পাথরখচিত একটি সর্পিল শরীরী *বেনজাইতেনে*র নিদর্শন মেলে। এছাড়া করাসান সিনেনোইন মন্দিরেও *উগাজিনের* মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। কোহোনজি মন্দিরে এবং চিকুবুসিমা শিন্তো মন্দিরে কাঠের তৈরি *উগাবেনজাইতেনের* ভাস্কর্য পরিলক্ষিত হয় (Ludvik, 2001: 290)।

উৎস: হাপ্পি বেনজাইতেন
http://www.onmarkproductions.com/html/benzaiten

হাপ্পি বেনজাইতেন: যুদ্ধ এবং অস্ত্রের প্রতিভূরূপে বিবেচিত হাপ্পি *বেনজাইতেনে*র আক্ষরিক অর্থ হলো আট হাত বিশিষ্ট *বেনজাইতেন*, যা মূলত বৌদ্ধধর্ম থেকে উদ্ভূত। বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক ব্যাখ্যায় তিনি মূলত বৌদ্ধধর্ম এবং জাপানকে রক্ষাকারী এক দেবীরূপে আবির্ভূত। অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত চৈনিক ব্যাখ্যায় তিনি আট হাতে আটটি পৃথক বস্তু ধারণকৃত দেবী। বৌদ্ধধর্মে *বেনজাইতেন*কে দেখা যায় পনেরজন শিষ্য সহযোগে দেখা যায় (Ludvik, 2001: 289-290)। তাঁরা হলেন যথাক্রমে আইকিড্যু, হানকি, হিক্কেন, সুধো, ইনইয়াকু, জুউসা, কেইশোও, কোনসাই,

[২] *উগা নো মিতামা* কথাটির অর্থ কৃষি এবং খাদ্যদ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট দেবতা। অধিক জানার জন্য দেখা যেতে পারেঃ Roberts, Jeremy (2010), *Japanese Mythology A to Z*, second edition, Chelsea House: New York.

কানতাই, সানইও, সেনসা, সুউসেন, শোওমিও, তোওচু, জেনজাই। এছাড়াও কামাকুরার হাসেদেরা অঞ্চলে ষোলজন শিষ্যের সাথে *বেনজাইতেনের* যোগসূত্রিতার তথ্য জানা যায়।

জাপানি সরস্বতীর তথা *বেনজাইতেনের* আট হাতে যথাক্রমে ধনুক (弓 *ইউমি*), তীর (箭 *সেন*), তলোয়ার (刀 *কাতানা*), কুঠার (斧 *ওনো*), বর্শা (さんこげき *সানকোগেকি*), দীর্ঘ হামালদিস্তা বা পেষণী (独鈷杵 *দোক্কোশ্যো*), লোহার চাকা (輪 *রিন*), দড়ি (けんじゃく *কেনজাকু*) ধারণকৃত অবস্থায় লক্ষ করা যায়। তবে *হাপ্পি বেনজাইতেনের* হাতে ধারণকৃত বস্তুগুলো যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধির সাথে সাজুয্যপূর্ণ বস্তু হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। সবচেয়ে পুরোনো হাপ্পি *বেনজাইতেনের* মূর্তির নিদর্শন অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত জাপানের বিখ্যাত তোওদাইজি মন্দিরে দেখা যায়। এছাড়া দশম শতকে ওসাকার নিকটবর্তী কোহন মন্দিরেও এর নিদর্শন মেলে। পরবর্তীকালে অষ্টম শতাব্দীর এই যুদ্ধরূপিনী দেবী সামুরাইদের মধ্যে অত্যন্ত সমাদৃত হন। এক্ষেত্রে বিশেষত *মিনামোতো ইয়োরিতোমো* (১১৪৭-১১৯৯)-র নাম প্রণিধানযোগ্য। হাপ্পি *বেনজাইতেনের* পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে *ওদা নোবুনাগা* এবং *তোওয়োতোমি হিদেইয়শির* নামও উল্লেখযোগ্য (Japanese Buddhist Statuary)। হাপ্পি *বেনজইতেনের* ওপর একটি পুরুষ সাপের মাথা পরিলক্ষিত হয়। কামাকুরা ও মুয়োমাচি যুগে এই হাপ্পি *বেনজাইতেন* জাপানে প্রভূত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সিচিফুকুজিন: ধরে নেওয়া হয় ষোড়শ শতকের দিকে জাপানে সৌভাগ্যের সাথে সম্পর্কিত সাত দেবতাকে একটি সমন্বিত অবস্থানে আনা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় *সিচিফুকুজিন*, যার বাংলা অর্থ "সাত সৌভাগ্যের দেবতা"। তাঁরা যথাক্রমে *বিশামোন* (কুবের), *দাইকোকুতেন* (দেশ রক্ষাকারী দেবতা), *ইবিসু* (মৎস দেবতা), *ফুকুরোকুজু* (সৌভাগ্যের বৃদ্ধ দেবতা), *জুরোজিন* (দীর্ঘায়ুর দেবতা), *হোওতেইসন* (মৈত্রেয়) এবং *বেনজাইতেন* (সরস্বতী)। জাপানের লোকজ সংস্কৃতি ও সংগীতে এই সাত দেবতার উল্লেখ অপরিহার্যরূপে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষ ও জাপানের চারটি ধর্মীয় মতবাদ – ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধধর্ম, তাওবাদ এবং শিন্তোধর্মের ওপর নির্ভরশীল থেকে ও বেশকিছু স্বতন্ত্র উপাদান গ্রহণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে জাপানের সাধারণ ধর্মবোধ। *সিচিফুকুজিন*-সংশ্লিষ্ট সাতজন দেবতা বিভিন্নভাবে উপর্যুক্ত চারটি ধর্মীয় মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য জাপানের *বিশামন* বলে যাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি বৌদ্ধধর্মের *ভাইসরামানা* থেকে উদ্গাত, আবার ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্ষেত্রে তিনি কুবের রূপে পরিগণিত। এভাবে ব্রহ্মাপত্নী সরস্বতী, রক্ষাকারীরূপে মহাকাল ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ জাপানের ধর্মীয় ব্যাখ্যায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *হোতেই* বলে যে দেবীর

উল্লেখ পাওয়া যায়, তা কখনো তাওবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আবার তাঁকে কখনো মৈত্রেয়র পুনর্জন্মের রূপ হিসেবেও বিবেচিত হতে দেখা যায়। তাওবাদ প্রসঙ্গে আলোচনায় *জুরোওজিন* উল্লেখযোগ্য, যিনি সাত সৌভাগ্য দেবতার অন্যতম। সর্বশেষে *ইবিসুকে* পাওয়া যায় সাত সৌভাগ্য দেবতার অন্যতমরূপে, যিনি *ইজানাগি* এবং *ইজানামির* পুত্রসন্তানরূপে প্রসিদ্ধ এবং শিন্তো ধর্মের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা বিদ্যমান। আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে উল্লেখকৃত এই চারটি ধর্ম থেকে জাপানের মৌলিক ধর্মবিশ্বাসের ভিত রচিত হয় (Griffis, 1895: 218)। এমনকি চিত্রকর্ম এবং নাটকেও এদের একক ও সামগ্রিক উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। এই দেবতাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে সৌভাগ্য, দীর্ঘায়ু এবং সমৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। কারো হাতে দেখা যায় মাছ, কারো হাতে লাঠি– মূল বক্তব্য সমৃদ্ধি (YABAI, 2017)।

ডাকিনিতেন এবং বেনজাইতেন: *বেনজাইতেনের* সাথে *ডাকিনিতেনের* যোগসূত্রটি কিছুটা জটিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে *ডাকিনিতেনের* বিষয়ে বিশদ আলোচনার পূর্বে *ডাকিনিতেনকে* নিয়ে সেকালের প্রস্তুত করা বেশ কিছু ম্যান্ডেলা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ম্যান্ডেলা বস্তুটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ চক্র থেকে, যা মহাজাগতিকতার প্রতিভূস্বরূপ। এটি বৌদ্ধ বিশ্বাসের একটি নান্দনিক উপস্থাপন। এটি একটি চিত্রস্বরূপ, যাতে বিভিন্ন ছবির সন্নিবেশন হয় চিত্রটির একই অংশে। হেইয়ান যুগের শেষ ভাগে একটি বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থে অদ্ভুত তিন মাথা বিশিষ্ট দেবতার বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়, যাকে বৌদ্ধধর্মের শিনগোন সম্প্রদায়ের রক্ষাকারী দেবতা *তোজি* অথবা হিন্দুদের যক্ষের সাথে তুলনা করা যায়। এই দেবী শৃগালের ওপর উপবিষ্ট। এই তিন মুখ বিশিষ্ট দেবতার বা দেবীর একজন *ডাকিনিতেন*, একজন *বেনজাইতেন* এবং *শোওতেন*। মুরোমাচি যুগে প্রস্তুতকৃত ম্যান্ডেলাগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

তেনকাওয়া বেনজাইতেন: ১৩১৮ খ্রিস্টপূর্বে কেইয়ান সুইউসু সংকলন করা হয়েছিল। তাতে *তেনকাওয়া* ম্যান্ডেলা বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। দেখা যায় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকের দিকে *বেনজাইতেন* এমন এক দেবীরূপে আবির্ভূত হন, যাঁর মাথার অংশ মানুষের, শরীরের বাকি অংশ সাপের মতো। এই মূর্তি নারার *তেনকাওয়া* মন্দিরে সংরক্ষিত আছে, যদিও দুই হাত বিশিষ্ট বিওয়াবাদ্যধারিণী *বেনজাইতেন* এবং আট হাত বিশিষ্ট *বেনজাইতেনের* মতো জনপ্রিয়তা এই *তেনকাওয়া বেনজাইতেন* কখন অর্জন করতে পারেননি। কথিত আছে, সরস্বতী ভ্রিত্রা নামক এক তিন মাথা বিশিষ্ট সাপকে দমন করার পর থেকে তাঁর এই রূপ সর্বসম্মুখে প্রতিভাত হয়। *তেনকাওয়া* মন্দিরকে অনেক সময় তেনকাওয়া *দাইবেনজাইতেনসা* বলেও অভিহিত করা হয়। *তেনকাওয়া* শব্দটিকে কখনো *আমানোগাওয়া* হিসেবেও আখ্যা করা হয়ে থাকে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো পাহাড়ের

ঝরণা। লক্ষণীয় যে এক্ষেত্রেও নদী বা প্রবহমানতার সঙ্গে সাযুজ্য বিদ্যমান (Japanese Buddhist Statuary)।

সরস্বতী ও *বেনজাইতেন*-এর সাদৃশ্য

একথা সর্বজনবিদিত যে ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম সরস্বতী দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল। ফলত সরস্বতীর প্রারম্ভিক সংজ্ঞায়নও ভারতবর্ষেই সম্পন্ন হয়েছিল। একারণে জাপানে প্রবেশকালে তাঁর নবতর সংজ্ঞায়নের অবকাশ ছিল না। জাপানে *বেনজাইতেনে*র যে নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, তা ভারতীয় সরস্বতীর পরিবর্তিত একটি রূপ। অর্থাৎ জাপানে মূল সরস্বতীর রূপান্তরিত একটি রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে *বেনজাইতেন* নামকরণের মধ্য দিয়ে। এ কারণে উভয় দেশে ভিন্ন নামে পরিচিত এই দুই দেবীর মধ্যকার সাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। সরস্বতী এবং *বেনজাইতেন*-এর যেসব মূর্তি উভয় দেশে দৃশ্যমান, তাতে আকৃতি ও প্রাকৃতিক অবস্থান বিবেচনায় বহু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে গুণগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলেও উভয় অঞ্চলের দেবীর ক্ষমতা, শক্তিমত্তা ও সৃজনশীল কলাবিদ্যাচর্চায় তিনি এক অনন্য আরাধ্য দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা।

প্রাপ্ত তথ্য মতে ভারতীয় সরস্বতীর হস্তে ধারণকৃত বীণা বাদ্যযন্ত্রটি জাপানে প্রবেশকালে *বিওয়া*তে রূপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য যে *বিওয়াও* বীণার মতো বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, যা উভয় দেশেই এই দেবীর হাতে ধারণকৃত অবস্থায় লক্ষণীয়। অন্যান্য সাদৃশ্যের মধ্যে সরস্বতী দেবীর প্রবাহমানতা, উর্বরতা *বেনজাইতেনে*র ক্ষেত্রেও সমভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। জাপানের *উগাবেনজাইতেন* উর্বরতা এবং ফলনের প্রতীক। এছাড়া সাদৃশ্য হিসেবে ভারতীয় সরস্বতী মূর্তিতে এক জ্যোতির্ভাব প্রস্ফূটিত, সেই কান্তিরূপ জাপানের *বেনজাইতেনেও* পরিলক্ষিত হয়; বিভিন্ন যুগে। ভারতবর্ষের ধর্মীয় বলয়ে সরস্বতী প্রধান দেবদেবীগণের মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে জাপানি সমাজে *বেনজাইতেন* অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একজন দেবী, যাকে শিন্তো এবং বৌদ্ধধর্মের দেবীরূপে বিভিন্ন আঙ্গিকে ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে ভারতীয় সমাজে সরস্বতীর বিশ্রুতপ্রায় দনুজদলনী রূপটি, জাপানের *বেনজাইতেনে*র ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। জাপানের *বেনজাইতেনে*র নদীমাতৃক সংশ্লিষ্টতার উৎস মূলত প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্মাশ্রিত সরস্বতী দেবীর প্রবহমানতায়।

সরস্বতী ও বেনজাইতেন-এর বৈসাদৃশ্য

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে *বেনজাইতেনে*র উৎপত্তির মূলে ভারতীয় সরস্বতী। ইতিহাস ও ভৌগোলিক স্থান পরিবর্তনের কারণে কিছু বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হলেও তা

সামান্য। ভারতীয় সরস্বতীর মধ্যে হিংসাভাব অনুপস্থিত থাকলেও জাপানি *বেনজাইতেন*-এর ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। বাহনের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও জাপানি এই দেবীর বেশ কিছু পরিবর্তিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, *উগাবেনজাইতেনে*র বাহনরূপে শৃগালের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতীয় সরস্বতীর সাথে শৃগালের কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা নেই। ভারতের ক্ষেত্রে ময়ূর, ভেড়া এবং রাজহাঁসকে সরস্বতীর বাহনরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু *বেনজাইতেনে*-এর বাহনরূপে প্রত্যক্ষ হয় সাপ, ড্রাগন ইত্যাদি, যা সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের দেবীর বাহনরূপে যথাযথ। মূলত নদীতীরবর্তিতা হওয়ায় ভারতীয় সরস্বতীর বাহনস্বরূপ উল্লিখিত প্রাণিসমূহের অবস্থান লক্ষ করা যায়। ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয়টি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

হস্তে ধারণকৃত বস্তুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে সরস্বতী বিদ্যার দেবীরূপে সর্বাধিক পূজিত বিধায় তার অন্যান্য রূপ বর্তমানকালে বিস্মৃত প্রায়। হস্তে ধারণকৃত বস্তু সমূহের মধ্যে বীণা, পুস্তক, মালা ইত্যাদি বহুল চর্চিত। জাপানের ক্ষেত্রে বীণাবাদক বীণাপাণির জনপ্রিয়তার সাথে সাথে উর্বরতার দেবীরূপে অধিক সমাদৃত। আরো একটি বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষে যে দেবীর উৎপত্তি, সেই উৎপত্তিস্থলে সরস্বতীর চর্চা গভীর এবং একনিষ্ঠ। *বেনজাইতেনে*র ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতার অভাব প্রত্যক্ষ না হলেও গভীর বিচারে সূক্ষ্ম প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলে ঢাক-ঢোল সমারোহে সরস্বতী পূজার যে প্রচলন আজও বিদ্যমান, জাপানে এমন উপাচারে নিবিষ্ট হওয়ার এবং লোক-সমাগমের নিদর্শন বিরল।

উপসংহার

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব বিরাজ করা সত্ত্বেও ভাষা, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিসহ বহু ক্ষেত্রে সমরূপতার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন দুটি দূরবর্তী দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে তৈরী করে বৈচিত্রপূর্ণ ও সমন্বয়ধর্মী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের। নির্দিষ্ট সমাজটি যেরূপ ভৌগোলিক অবস্থানে গড়ে ওঠে, সেটি পরিবর্তিত হয় তার পারিপার্শ্বিক এবং প্রতিবেশের ওপর ভিত্তি করে এবং উন্নীত হয় আরো উন্নততর সমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াসে। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে নির্মাণাধীন সমাজ-কাঠামোর উন্নয়ন সাধিত হয় অন্যান্য সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি, লোকজ শিল্প, দেশজ চিন্তনের ভাবধারা গ্রহণের মাধ্যমে। কখনো ধর্মও বিভিন্ন দেবদেবীর রূপ পরিগ্রহ করে সমাজের অংশরূপে একীভূত হয় এবং এভাবেই চলতে থাকে বিবর্তনশীল বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এক্ষেত্রে

বিবর্তনশীল সুনির্দিষ্ট সমাজটি তার স্থানীয় ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের অনুমোদন সাপেক্ষে অপরাপর সংস্কৃতির নির্যাসটুকু আত্মস্থ করে স্বীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখে। যা অবশিষ্ট থাকে, তা অপস্মৃত হয় কালের গহ্বরে। ইন্দো-জাপান সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বিষয়টি একটি ধর্মীয় দেবীকে উপজীব্য করে আলোচনা করলে ভারতী তথা বাংলার সাথে জাপানের সমন্বয়ধর্মী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যলভ্য। উদাহরণ হিসেবে সিদ্ধম লিপির কথা বলা যায়, যে ভারতীয় লিপিটি চীন হয়ে জাপানে বহুল ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্র বর্তমানকালেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায় (মালেক, ২০১২: ২০৩)। জাপান, ভারত, বাংলা– কোনো দেশই এই অভিযোজন প্রক্রিয়াকে উল্লঙ্ঘণ করতে সক্ষম নয়। তাই ভারতবর্ষের দেবী *বেনজাইতেন*রূপে জাপানে পূজিতা হন কখনো ভয়ালরূপে, যা এদেশের মানুষের কাছে প্রায় অকল্পনীয়। মূলকথা হলো– ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট। তাই সে ধর্ম যখন যে দেশে যায়, তখন সেদেশের আকার পরিগ্রহ করে। বস্তুত পরিবর্তনশীলতাতেই বিষয়টির সার্থকতা নিহিত। আবার সেই পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যের মাঝে নৈকট্যের অনুসন্ধানে আত্মপ্রকাশ করে এক সমন্বয়ধর্মী বৈশ্বিক সংস্কৃতির চলমান প্রক্রিয়া। সেদিক থেকে ইন্দো-জাপান সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়ধর্মী ঐতিহ্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

তথ্য নির্দেশ

গিরি, স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ (১৯৫৩), *হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা*, শ্রীগুরু লাইব্রেরী: কলকাতা।

চক্রবর্ত্তী, রতন লাল (১৯৯১), "সরস্বতী যুগে যুগে", *শুক্লা*, বাণী অর্চনা সংখ্যা, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বক্সি, দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৯৭৮), *ইতিহাসের জাপান*, সেন্টার ফর জাপানিজ স্টাডিজ: কলকাতা।

মালেক, লোপামুদ্রা (২০১২), "সিদ্ধম লিপির ইতিবৃত্ত", *আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ২৩, ফেব্রুয়ারি।

রায়, কিশোরীলাল (১৮৮৫), *দেবতত্ত্ব*, গুপ্ত প্রেস: কলকাতা।

শীল, সতীশচন্দ্র (১৩৫৪), *দেবদেবীতত্ত্ব*, ১ম খণ্ড, ভারতী পাবলিশিং কোং: কলকাতা।

Davis, F. Hadland (1993), *Myths and Legends of Japan*, George G. Harrap & Company: London.

Griffis, William Elliot (1895), *The Religions of Japan: From the Dawn of History to the Era of Meiji*, Charles Scribner's Sons: New York.

Jones, Constance A. and Ryan, James D., Melton, J. Gordon (2007) Series Editor, *Encyclopedia of Hinduism*, New York: Facts On File, Inc,.

Jordan, Michael (2004), *Dictionary of Gods and Goddesses*, second edition, New York: Facts on File, Inc.

Ludvik, Catherine (2001), *From Sarasvati to Benzaiten*, Unpublished Ph.D Thesis, University of Toronto.

Sen, Sudipta (2019), *Ganga: The Many Pasts of a River*, Penguin Random House: India.

Faure, Bernard (2010), *The Benzaiten and Dakiniten mandalas: A Problem or an Enigma?* retrieved from https://www.onmarkproductions.com/Faure-Bernard-The-Benzaiten-and-Dakiniten-Mandalas-2010, on 26.6.2020.

Japanese Buddhist Statuary, Retrieved from http://www.onmarkproductions.com/html/benzaiten on 2.6.2020.

Juhl, R. A. & Mardon, E.G. (2007), *Documentary Evidence for the Apparition of a comet in late 593 and early 594*, Lunar and Planetary Science XXXVIII, Retrieved from https://www.lpi. usra.edu/meetings/lpsc2007/pdf/1184.pdf on 24.06.2020.

Thornhill, Rechard, (2002) Sarasvati in Japan, retrieved from http://www.hiduismtoday.com/modules/smartscetion/ on 25.6.2020 YABAI Writers (2017), Benzaiten (Benten): Japan's Goddess of Reason, retrieved from http://www.yabai.com/p/3200 on 25.06.2020.